# দুরমুজ চূর্ণ
# বা
# রদ্দে দুরমুজ

প্রচারে-আরবী ছাত্রবৃন্দ
দুধল ইসলামিয়া মাদ্রাসা-বরিশাল

প্রকাশক


মোঃ আইয়ুব
দুধল ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা
দুধল মাদ্রাসা-বরিশাল


হাদিয়াঃ ৫ টাকা মাত্র

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

# সূচী

০০। দুরমুজ চূর্ণ কেন ---------------------------- ৩
০১। রদ্দে হিটলারী হুঙ্কার (বি.ডি. সাহেবকে হুশিয়ারী) -------- ৪
০২। তালাবারা চিনিয়াছে -------------------------------- ৫
০৩। শয়তানের প্রধানতম কাজ ------------------------- ৫
০৪। তালাবাদের পীর সাজা সহজ নহে -------------------- ৬
০৫। শয়তানের হাম দরদী ------------------------------- ৭
০৬। গন্ডমূর্খের মাছয়ালার গবেষণা করা আস্তা জাহেলী -------- ৭
০৭। এই জামানার আবু জাহেল --------------------------- ৮
০৮। নির্লজ্জ শয়তানের স্বরূপ ---------------------------- ৯
০৯। কুটনী শয়তানের হাম দরদী ------------------------- ৯
১০। হক কথা ------------------------------------------ ১১
১১। পীরের তরক্কীতে শয়তানের গাত্রদাহ ------------------ ১১
১২। ইবলিশ মার্কা যুক্তি ---------------------------------- ১৩
১৩। দাজ্জাল কাহারা ---------------------------------------- ১৪
১৪। পাঙ্কি ও হাদিয়া খাটি পীরের লক্ষণ --------------------- ১৪
১৫। ঈমান কি এতই ঠুনকো -------------------------------- ১৪
১৬। ওকালতী গুড়ের আট আনা চারা বাদ ------------------ ১৫
১৭। সমাজ কাদের কুপরামর্শে ধ্বংসের পথে ----------------- ১৬
১৮। মিথ্যা কথার গুরু কাহারা ------------------------------ ১৭
১৯। চোর ডাকাত বাড়ছে কেন ----------------------------- ১৮
২০। দেওয়াল ভেঙ্গে তাতের যোগাড় ------------------------ ১৮
২১। পাঙ্কি --------------------------------------------------- ১৯
২২। আস্তা তালের পাখা -------------------------------------- ২০
২৩। পীর উড়ে আসা আর চলবেনা ---------------------------- ২০
২৪। দাড়ি ---------------------------------------------------- ২১
২৫। সুন্নাতি লেবাছ ------------------------------------------ ২২
২৬। আশ্চর্য কায়দায় দাগাবাজী ------------------------------ ২৩
----------------- ২৪

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

# দুরমুজ চূর্ণ কেন?

হেদায়েতে ব্ল্যাক মার্কেট ও দুরমুজ নামক দুইখানি পুস্তকে ইসলাম হিতৈষী ওলামায়ে কেরামদের কুৎসা রটাইয়া বরিশালের জনৈক উকিল বি.ডি. হাবিবুল্লাহ সাহেব যে মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে নেহায়েত গর্হিত কার্য করিয়াছেন, তাহা আজ কাহারও কাছে অবিদিত নাই এবং তাহার এই বিদ্বেষমূলক প্রচার কার্যে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলমানই নিঃসন্দেহে মর্মাহত হইয়াছেন। তাই তাহার এই অপকর্ম চিরতরে বন্ধ করার জন্য প্রত্যেক দ্বীনদার ব্যক্তিই কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি স্কুল কলেজের ছাত্র, কি মাদ্রাসার ছাত্র, সকলেই প্রতিবাদে সারা দিয়াছেন। ইতিপূর্বে কয়েকখানা সু-যুক্তিপূর্ণ দলীল আদিল্লা সমন্বিত প্রতিবাদ পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিভিন্ন মহল থেকে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু "চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।" সে পূর্বের মতই নির্লজ্জ বধিরের মত "মার আর ধর, আমি পিঠ করেছি কুলো, বকো আর ঝকো, আমি কানে দিচ্ছি তুলো" বলিয়া তাহার ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। যেহেতু তাহার বই বিক্রয় না হইলেই বা বরিশালের বাসা খরচ চালায় কি করে? মামলার মোয়াক্কেলেরা যে বি.ডি. হাবিবুল্লাহ ও উকিল লকিতুল্লাহ ছাড়া অন্য উকিলদের কার্যদক্ষতা দেখিয়াছেন, তাইতো মুশকিল! টাকা উপার্জন চাই, পিতা মাতার নামে কুকর্মের কবিতা রচনা করিয়া হইলেও নির্লজ্জ তাহা হইতে পশ্চাদপদ হয় না। নচেৎ বি.ডি. সাহেব যে ওলামায়ে কেরামদের কুৎসা রটাইয়াছেন, তাহার মধ্যে তাহার পিতাজীও পড়েছেন। যেহেতু তিনি নাকি ছিলেন লোহালিয়া গ্রামের একমাত্র মোল্লা। ঐ গ্রামের খয়রাত নাকি তিনি একাই কুড়াইয়া ঐ টাকা দ্বারা স্নেহের পুত্রদ্বয় বদ্দু মিয়া ও লকিতুল্লাকে ইংরেজী পড়াইয়া সঠতা সুনিপুন তলোয়ার বাজ তৈয়ার করিয়াছেন; যে পরিশেষে নিজেও তাহাদের বিষ অস্ত্র থেকে রেহাই পান নাই। সুতরাং যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর না হলে যে বুঝান যায় না। কথায় বলে "যে দেবতা যে ভোগ খায়, নষ্ট হলেও তুষ্ট তায়।"

না-লায়েকের কাছে বোখারী মোসলেমের তামাম হাদীস দিয়া দলীল দিলেও তাহার কান্ডজ্ঞান হয় না। আবু জেহেলকে নবী (সঃ) সারা জীবন কুরআন–হাদীস দ্বারা বুঝাইতে পারেন নাই। সে আল্লাহর নবীর কদর বদরযুদ্ধ না হইলে বুঝতই না।

তাই আমরা আরবী ছাত্র সমাজ "কাল্লেমুন্নাছ বকদরে উকূলি হিম" .................... হিসাবে কেবল পূর্ব প্রচারিত প্রতিবাদের আদীল্লার উপর একতেফা করিয়া এই অগ্নীবান দুরমুজ চূর্ণ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি মানুষ হইলে ইহাতেই আক্কেল হইবে।

"বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এই বার ঘুঘু তব যাইবে পরাণ।"

ী ছাত্রবৃন্দ।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

# ১। রদ্দে হিটলারী হুঙ্কার

*দুরমুজের প্রথম দ্বিতীয় পাতায়,*
*হিটলারী হুঙ্কার তুমি দিছ ওলামায়।*
*কি বিচিত্র মাথা যেন গাড়ী ময়লার।*
*সারা জগতের দোষের আঁধার।।*
*সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া।*
*কুজনে কুরব করে সুযশ নাশিয়া।।*
*ফাছেক সমাজে তুমি বাহারে আলিম।*
*দিবানিশি করিতেছ শয়তানী তা'লিম।।*
*তালাবার দরদী হতে করেছ বাসনা।*
*দুষ্ট ইবলিশ সম করিয়া ছলনা।।*
*বিনাশ করিয়া দিব লাহাওলার চোটে।*
*শয়তানী দাগাবাজী খাটিবে না মোটে*
*পিতাজী আদম হতে যত নবী গেছে*
*তব তুল্য দাগাবাজ সকলে পেয়েছে*
*নবীদের উপরে ছিল খোদাপাক রাজী*
*চুরমার হয়ে গেছে সব দুষ্ট পাজী*
*রাসূল অরতি যত আছিলেক সবে*
*পয়মাল হয়ে গেছে খোদার গজবে*
*নায়েবে রাসূলগণ এই জামানার*
*তোমাকে ইবলিশ বলে দিয়াছে করার*
*ইসলাম বিদ্বেষী ভাগ্যে জুটিয়াছে যাহা*
*তোমার অদৃষ্টে কেন জুটিবে না তাহা?*

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

## ২। তালাবারা চিনিয়াছে

কি আশ্চর্য্য কলির বোল, যার মধ্যে নাই ধর্মের গন্ধ, সে পিটতেছে ধর্মের ঢোল। দুরমুজ লিখক সাহেব, আপনি ধোকা দূর্গের ভিতর থেকে ধর্মের ঢোল পিটতেছেন ও ভাবছেন যে, আপনার আসল স্বরূপ কেহই চিনছেন না। হ্যাঁ, আপনি যে গাও গ্রামের মোকদ্দমা-বাজ নিরক্ষর লোক দিয়া লীলা-খেলা করতেছেন, বাদী-বিবাদীর হালের গরু, চালের ছোন, ভিটী বাড়ী নিলামে উঠাচ্ছেন, তাহারা হয়ত নাও চিনতে পারেন। কিন্তু মাদ্রাসার তালাবারা ভাল করে চিনছেন। কুরআন মাজীদের সুরা নাছে আপনার উল্লেখ আছে।

## ৩। শয়তানের প্রধানতম কাজ

শয়তানের প্রধানতম কাজ হইল মানুষদিগকে দ্বীনি ইলেম হইতে অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের শিক্ষা হইতে বিরত রাখা। তাই দেখা যায় আজ শতকরা ৯০ জন লোকই কুরআন-হাদীসের শিক্ষা হইতে বাদ। খোদাতায়ালা কুরআন-হাদীসের শিক্ষা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখিবেন, তাই আমরা কতক মুষ্টিমেয় তালাবারা ইবলিশের সঙ্গে যুদ্ধ জেহাদ করিয়া কুরআন-হাদীসের শিক্ষার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়াছি। আপনার দুরমুজ কিতাবের ষষ্ঠ ছাপায় সবগুলির নাম উল্লেখ করিয়া নাক ঝাকড়াইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, এই মাদ্রাসা স্থাপনকারীরা সবই আন্ডার মেট্রিক। আমাদের জিজ্ঞাসা এই জিলায় মেট্রিকওয়ালাদের মাদ্রাসা আছে কি? মেট্রিক সাহেবেরা এই জিলায় একটি মাদ্রাসাও করছেন কি বা কেয়ামতের পূর্বে করবেন কি? কথায় বলে, "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।" দুরজুম সাহেব! মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ মাওলানা সাহেবানরা কে কোন্ মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেছেন, কে কোথায় পাস করেছেন, সবই আমরা অবগত আছি। আর আপনি যে কুরআন-হাদীসে একেবারে গন্ডমূর্খ তাহাও বেশ করে জানি। আপনি যে সুরা নাছের নাছ তাহাতে আমাদের সন্দেহের অবকাশ নাই।

## ৪। তালাবাদের পীর সাজা/সহজ নহে

দুরমুজ লিখক সাহেব লেখাপড়া শিক্ষা করে নিরক্ষর মামলাবাজদের পীর সাজছেন, ভাল কথা, তালাবাদের পীর সাজবার সাধ করছেন কেন? তালাবাদের পীর সাজদে নাহু, ছরফ, মানতেক, বালাগাত,

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ফালছাফা, উসূল, ইলমে কুরআন, ইলমে হাদীস, ইত্যাদি কত কিছু লাগে। এই সব ইলেমের নাম গন্ধ হাছিল করছেন কি? আপনি কি শুনেন নাই? ইবলিশ মূর্খ দরবেশকে সারারাত্র মে'রাজ দেখাইয়া তালাবাদের ঝাকুতে দফা রফা। তালাবারা যে লাহাওলা জানে তাহাও কি আপনার জ্ঞাত নাই? আপনি ভাবছেন দুরমুজ কিতাবে মাদ্রাসার নাম উল্লেখ করিয়া নাক ঝাকরাইলেই তালাবারা দুরদুরাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে। জনাব এটা কলেজ না, জনাব আপনার দুরমুজের বাতাস একটি তালাবার গায়েও লাগে নাই। বরং মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা বেড়েই চলছে।

## ৫। শয়তানের হাম দরদী

দুরজুম কিতাবের আট নং পাতায় আমাদের তালাবাদের খাদ্য খাদক ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়া যে হাম দরদী দেখাইয়াছেন এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের উপর যেরূপ অযথা দোষারূপ করিয়াছেন, মনে হয় আমরা মেয়ে মানুষ হইলে তখন তখনই কর্তৃপক্ষ ত্যাগ করিয়া আপনার গলা সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিতাম, দরদী ভাই ডাকিতাম, কিন্তু আমরা যে ছেলে মানুষ আবার মাদ্রাসার তালাবা। আমাদের লাহাওলা মুখস্ত। জানিবেন আমরা তালাবারা ইলমে হিসাব জানি। মাদ্রাসার কত আয়, কত ব্যয়, কোথা হইতে আয় হয়, কোথায় ব্যয় হয়, তালাবার পেটে যায়, না কর্তৃপক্ষের পেটে যায় তাহা আমরা সব জানি। আমরা এ বিষয়ে একেবারে সজাগ, কোন ধর্মের ভাই আমাদিগকে সজাগ করার দরকার নাই। কে ধর্মের হাম দরদী ভাই আর কে আস্তা চোগলখোর তাহা আমরা জানি। শয়তান যে আমাদের পিছে লেগে আছে তাহাও আমরা জানি। শত শত ইবলিশ আমাদের নিকট এসে কানমলা খেয়েছে তাহা জগতেও জানে। শয়তানে সব রাজ্য জয়লাভ করিতে পারলেও তালাবার রাজ্যে শয়তানের জয় নাই। আপনি আশা করছেন যে আমাদের কর্তৃপক্ষ আমাদের খোরাকির জন্য প্রতি বৎসর ৭২ হাজার টাকা ব্যয় করিতেছে তাহার সঙ্গে আমরা বিচ্ছেদ করিব।

আর আপনি আপনার জীবনে ৭২ পয়সা বা একখানা কানা পয়সাও ব্যয় করেন নাই, করিবেনও না। বরং যাহারা করেন তাহাদিগকে আদা জল খাইয়া মানা করিতেছেন, আরও একটুখানি হাম দরদী দেখাইতেছেন তাই আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিব। জনাব আপনার সেই আশায় ছাই। আপনি আপনার কবিতা শক্তি দ্বারা আপ্রাণ চেষ্টা

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

চালাইতে থাকেন, আমাদের ভালবাসা অর্জন করা আপনার ভাগ্যে জুটিবে না। আমাদের ওয়াক্তে চার আনা কেন, আমরা ওয়াক্তে চার পয়সায় ও সন্তুষ্ট। আমরা চাই কুরআন-হাদীসের শিক্ষা। আমাদের অভিভাবক রাজা, ধনী, নবাব, জমিদার, ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার কিছুই নহে যে আমাদের কোর্মা পোলাওর বন্দোবস্ত করার জন্য মাসে ৪০ টাকা খরচ করবেন। আমাদের অভিভাবক গরীব লোক কিন্তু ধর্মপরায়ণ, আমরা মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়াছি শুধু কুরআন-হাদীস শিক্ষার জন্য। কুরআন-হাদীসের ইলেম আমাদের কাছে কোরমা পোলাও অপেক্ষা প্রিয়। আমরা সাবধান করে দিচ্ছি, কোন ধর্মের ভাই যেন আমাদের শয়তানী হাম দরদী দেখাইয়া লাহাওলা পড়াইয়া হয়রান না করেন।

## ৬। গন্ডমূর্খের মাছয়ালার গবেষণা আস্তা জাহেলী

দুরমুজের ৩৪ ছাপায় ছিপারাপড়া জাহেল ইত্যাদি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার উত্তরে লিখিতেছি। দুরমুজ লিখক সাহেব আপনি যে রাজভাষা শিক্ষা করে রাজ আইন চোর দস্যু, খুন, জখম, ছয় ধারা, নয় ধারা ইত্যাদি আইন শিক্ষা করে মস্তবড় পন্ডিত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের মাদ্রাসার নাহু, ছরফ, মানতেক, বালাগাত, ফালছাপা, উসূল, ফেকাহ, হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি ইলেম সম্বন্ধে একেবারে গন্ড মূর্খ তাহাও জানি। আপনি যে ছেপারা পড়া জাহেল তাহাও জানি। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য উল্লেখিত ইলেম যে জানেন না, তাহা আপনি জানেন কিনা? আমাদের মাদ্রাসার দশটি ক্লাসের নিম্ন ক্লাসটিতে ঘন্টাকালের জন্য শিক্ষকগিরী করিতে পারেন কি? যদি না পারেন তবে এহেন গন্ডমূর্খের ফতোয়া ফরায়েজ ও মাছয়ালার গবেষণা আস্তা জাহেলী কিনা?

## ৭। এই জামনার আবু জাহেল

কে খাঁটি পীর, কে খাঁটি পীর না, কে খাঁটি আলেম, আর কে খাঁটি আলেম না তাহা আমরা জানি। আমরা কুরআন মাজীদে পাইয়াছি প্রত্যেক পয়গম্বর ও প্রত্যেক নায়েবে রাসূলের বিরুদ্ধে একদল আবু জাহেল থাকিবে। আপনি যে বর্তমান জামানার নায়েবে রাসূলের বিরুদ্ধে একজন আবু জাহেল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আরবের আবু জাহেল যেরূপ বিশ্ব নবীর দোষ আরববাসীদের সম্মুখে পেশ করিয়া বহু হাজার লোককে

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

বিশ্ব নবী হইতে দূরে রাখিয়াছিল, আপনিও ঠিক তদ্রুপ বর্তমান জামানার নায়েবে নবীর দোষ প্রচার করিয়া বহু হাজার লোককে নায়েবে নবীর থেকে দূরে রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইতেছেন। যেরূপ আবু জাহেলের মুখে বিশ্ব নবীর দোষের অন্ত ছিল না, তদ্রুপ আপনার মুখেও নায়েবে নবীর দোষের অন্ত নাই। কিন্তু আবু জাহেল বিশ্বনবীর মোকাবেলা হইয়া একটি দোষও দলীল দ্বারা ছাবেত করতে পারে নাই। আপনিও মোকাবেলা হইয়া নায়েবে নবীর একটি দোষও দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করতে সক্ষম হইবেন না। যেরূপ আবু জাহেল বিশ্ব নবীর দোষ প্রচার করিয়া বিশ্বনবীর কোন লোকসান করিতে পারে নাই। খাটি মুসলমান আবু জাহেলের কথায় কর্ণপাত করে নাই। তদ্রুপ খাঁটি মুসলমানরা আপনার কথায় কেহই কর্ণপাত করিবে না। আবু জাহেলের কথা শুনছে শুধু ফাছেক, মোনাফেকেরা আর আপনার কথাও শুনিতেছে শুধু ফাছেক, মোনাফেক ও ধর্ম জ্ঞানহীন লোকেরা। যেরূপ ফেরাউনের কুৎসায় মুসা (আঃ) এর খাঁটিত্ব ও আবু জাহেলের কুৎসায় বিশ্ব নবী (সঃ) এর খাঁটিত্ব প্রমাণ হইয়াছে। তদ্রুপ আপনার কুৎসায় নায়েবে নবীদের খাটিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। জনাব, যখন আমরা তালাবারা আপনার আবু জাহেলীপনা ধরতে পেরেছি তখন আপনার পক্ষে, "চুরি ধরা পড়ে গলাজুরী" করা উচিত না।

## ৮। নির্লজ্জ শয়তানের স্বরূপ

দুরমুজ সাহেব! মাদ্রাসার অস্তিত্ব নষ্ট করাই হইল শয়তানের প্রধানতম কাজ। এই জন্য চেলায়ে আজম যত আছে সকলেই এই কাজে ব্যস্ত। যদিও তালাবা রাজ্যে চোগলখোর শয়তানের কপালে ঝারুর অভাব নাই, তবুও নির্লজ্জ শয়তানের লক্ষস্থল মাদ্রাসা। যেরূপ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কোরবানী বন্ধ করার জন্য মস্তবড় উপদেশক সেজে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে বলছিল, আহা কি সোনার চাঁদ কোরবানী করবেন? হযরত হাজেরার কাছে বলেছিল, আহা! সতীনের ইঙ্গিতে হযরত ইসমাইল কোরবান হবে? হযরত ইসমাইল (আঃ) কে বললো আহা কি নিষ্ঠুর বাপ, সতীন মায়ের ইঙ্গিতে তোমাকে জবেহ দিবে। প্রত্যেকেই জবাব দিয়েছিলেন, দুষ্ট শয়তান, দুর হও, পাথর খাও। দুরমুজ সাহেব আপনি আমাদের মাদ্রাসার চালু বন্ধ করার জন্য উল্লেখিত ইবলিশের ন্যায়

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

মস্ত বড় উপদেশক সাজিয়াছেন, আপনি সেক্রেটারী সাহেবকে বলিতেছেন মাদ্রাসা করে উন্নতি কি? হাই স্কুল করলেই তো সমাজ জাগতো।

অনর্থক জান হালাক করে লাভ কি? মেম্বাবদের কাছে বলতেছেন, "তোমাদের টাকায় সেক্রেটারীর বাড়ী রওশন" তালাবাদের কাছে বলিতেছেন, আহা! সোনার চাঁদ তোমরা খাও গজবহইর ভর্তা, কচুর লতি। জানিবেন যেরূপ হজরত ইব্রাহিম (আঃ) গং তিনিরা শয়তানের উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। আমরাও আপনার উপদেশ গ্রহণ করিব না। আপনি এখন দূর হউন। তালাবা রাজ্যে আপনার উপদেশ লাগিবে না।

## ৯। কুটনী শয়তানের হামদরদী

শয়তানে যেরূপ কোরবানী বন্ধ রাখার জন্য পিতা, পুত্র ও পরিজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার মতলবে প্রত্যেকের সম্মুখে উপদেশক সেজে হামদরদীর ঢোল পিটছিল, দুরমুজ সাহেবও আমাদের মাদ্রাসার চালু বন্ধ করার জন্য সেক্রেটারী, মেম্বার, ছাত্র, পাবলিক, চাঁদাদাতাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্যে প্রত্যেকের সম্মুখে উপদেশক সেজে হামদরদীর ঢোল কম পিটলেন না। চাউল কই, টাকা কই, গেল কই, চেচা চেচী জবাব কি ইত্যাদি ইত্যাদি জনাব আস্তা নির্বোধেও বুঝে, যে মহাত্মার মাদ্রাসার নাম শুনলে গাত্রদাহ, জ্বালানী, পোরানী, টাটানী উঠে ও মাদ্রাসা বিলোপের জন্য চব্বিশ ঘন্টা আদা জল খাইয়া লেগে থাকে, এহেন মহাত্মার হাম দরদীর ঢোল পিটার অর্থ কি? যাহা হউক, আমাদের জিজ্ঞাস্য মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, সেক্রেটারী, মেম্বর, চাঁদা দাতা সবই আমরা, আপনি হাম দরদীর ঢোল পিটতে কে? চাউল চুরি হলে, চাঁদা দাতাদের দরদ লাগবে। সেক্রেটারী আত্মসাত করলে মেম্বররা দেখবে। শিক্ষকেরা অলসতা করিলে ছাত্রেরা দেখবে। ছাত্র কম হইলে অভিভাবকেরা খোঁজ নিবে। জানিবেন আমরা বালেগ, আকেল ও শিক্ষিত এখানে শয়তানের হাম দরদীর কোনই মূল্য নাই।

## ১০। হক কথা

দুরমুজ সাহেব দ্বীনের ইলেম অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের ইলেমে গন্ডমূর্খ হইলেও মাছয়ালার রাজ্যে কম ভ্রমণ করেন নাই। ২২/২৩ ছাপায় মারফতের মাছয়ালাও আউরাইয়াছেন। হউক আর না হউক যেমন পাগলের প্রলাপ। কথায় বলে "পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়"

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

দুরমুজ সাহেবের মন কিতাবে না আছে, এমন মাছয়ালাই নাই। আমাদের জিজ্ঞাস্য মারফতের মাছয়ালা কোন কিতাবে লেখা আছে তাহা আপনি স্বপ্নেও দেখছেন কি? জানিবেন শামী কিতাবের প্রথম খন্ডে ইলমে ক্বলব শিক্ষা করা ফরজে আইন লিখা আছে। এই ইলেম শিক্ষা না করিলে দোজখে যাইতে হইবে।

আমরা আশাকরি আমাদের জাহেরী ইলেম শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এই ইলমে ক্বলব শিক্ষা করিব। আমরা মারফতের মাছয়ালা অবগত আছি। আপনার বাধা ও প্রবঞ্চনায় তালাবারা কর্ণপাত করবে না। আমরা জাহেরা ইলেম শিক্ষার জন্য অসংখ্য টাকা ব্যয় করিতেছি। ক্বলবী ইলেম শিক্ষার সময় পীর সাহেবদের খেদমতে হাজার হাজার টাকা পেশ করিব। ইহাতে কোন দুষ্টের গাত্রদাহ বা জ্বালানী, পোরানী ও টাটানী উঠলে উহার প্রতি আমরা ভ্রূক্ষেপ করিব না। যেহেতু এই হাদিয়া নেওয়া দেওয়া দুই-ই জায়েজ। মহামান্য শামী কিতাবে উক্ত টাকা হালাল লিখিয়াছে। এই হালাল আদান প্রদানে আপনার জ্বালানী, পোরানী, টাটানী ও গাত্রদাহ উপস্থিত হয় কেন?

পীরেরা মুরীদের রাজ্য লুটিয়া খায় তাহাতে আপনার বাবার সম্পত্তি ক্ষয় হয় কি? আপনার শয়তানী হাম দরদী কেন? জানিবেন আমরা স্ব-ইচ্ছায় পীর-ওস্তাদের খেদমতে হাজার হাজার টাকা তোহ্‌ফা স্বরূপ দান করিব। আমরা মাদ্রাসা কায়েম করার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিব। ইহাতে যাহারা বাধা দিবে তাহাদের আমরা মানবরূপী শয়তান ধারণা করিব। যেহেতু কুরআন মাজীদে আছে, শয়তান দানে বাধা দিবে, ফকিরীর ভয় দেখাইবে। হায় ছেলেবা কোরবানী হয় কার? আর কাদেবা কে? টাকা দান করি আমরা আর চক্ষের পানি ঝাড়ো তোমরা। আহা কি শয়তানী মায়া। দুরমুজ সাহেব আমাদের ধর্ম কাজে ব্যয়িত দু,একটি টাকার জন্য এত কাঁদা না কেঁদে যদি তাহার নিজ মুরীদ নিরক্ষর মামলাবাজদের অপব্যয় বা পাপে ব্যয়িত লাখ লাখ টাকার জন্য একটু স্বপ্নেও কাঁদিতেন তবে মকদ্দমার সংখ্যা কি এত বেড়ে যাইত? আর সমাজ কি এত গোল্লায় যাইত? কান্দা তো দুরের কথা একশত টাকার স্থলে নিরানব্বইতেও ছল জওয়াব পাওয়া যায় না। দুরমুজ সাহেবের মুরীদেরা জানে অন্তরটা কিরকম, মিহিন না খট খটিয়া যাহারা কথায় কথায় মোয়াক্কেলদেরকে বকাবাদ্য করে এহেন মানুষের হাম দরদীর ঢোলের বারি আর কত শোনা যায়?

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

## ১১। পীরের তরাক্কিতে শয়তানের গাত্রদাহ

পীর সাহেবেরা আমীরি করে, আস্তা তালের পাখার বাতাস খায় ইত্যাদি ইত্যাদি। জনাব আমরা তো আগেই বলিয়াছি আপনি ধর্মজ্ঞানেও অন্ধ, ঐতিহাসিক জ্ঞানেও অন্ধ। জানিবেন হেদায়েতের জন্য যে সমস্ত পয়গম্বররা আসিয়াছেন তাহাদের কতক গরীব আর কতক আমীর। যেমন হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)। হেদায়েতের জন্য যত নায়েবে রাসূল আছেন, তাহার কতক গরীব, আর কতক আমীর। জনাব আপনি বর্তমান জামানার আলেমদের সামান্য আমীরি দেখে গাত্রদাহে ছটফট করেন তবে সোলায়মানী শান দেখলে জ্বলে পুরে ছাই হইতেন কি? বিশেষ আর কি লিখিব ওলামাদের জন্য দালান কোঠা, কলের পাখা, ফার্ষ্ট ক্লাস ইত্যাদি সবই জায়েজ। যে না-জায়েজ ধারণা করে সে কাট্টা জাহেল। তাহার কথায় কর্ণপাত করা উচিত না।

## ১২। ইবলিশ মার্কা যুক্তি

দুরমুজ সাহেব ব্লাক মার্কেট লিখার কারণ দর্শাইতে গিয়া আবল তাবল যাহা কিছু লিখেছেন এবং মগজ ভরা মাথা দ্বারা যাহা কিছু যুক্তি দিয়াছেন তাহাতে আপনার স্বরূপ অর্থাৎ আপনি কোন শ্রেণীর লোক তাহা স্ব-প্রমান করিয়াছেন। আমরা হাদীসে পাইয়াছি শেষ জামানায় একদল লোক হবে তাদের ছুরত হবে ইনছানের, অন্তর হবে শয়তানের। আপনার যুক্তিগুলি শয়তানের যুক্তির সঙ্গে হুবহু খাপ খায়। আপনার ইবলিশ মার্কা যুক্তিতে স্থির করিয়াছেন হাদিয়া খুরিতে আলেমের দরজা আরজিনা, টিকটিকি, শিয়াল কুকুর, বানর হইতে এবং চোর ডাকাত হইতে নিকৃষ্টতম হইয়াছে।

শয়তান যেরূপ মাটির কদর না বুঝিয়া অগ্নি হইতে নিকৃষ্টতম স্থির করিয়াছিল। ঠিক তদ্রুপ আপনি হাদিয়ার কদর না বুঝিয়া পাগলের প্রলাপ করিয়াছেন। **হাদীসে আছে-** বিশ্বনবীর সম্মুখে কিছু দান উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা ছদ্‌কা না হাদিয়া? যদি বলা হইত সদ্‌কা তবে তিনি বলিতেন রাসূল সদ্‌কা খায় না। আর যদি বলা হইত হাদিয়া, তবে তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন। যেহেতু হাদিয়া গ্রহণে সম্মান, পজিশন, মান মর্যাদা স্ব-প্রমান হয়। হাদীসে প্রমান আছে- হযরত ও তাহার বিবিরা লাখ লাখ টাকার হাদিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হাদিয়া দেওয়া

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ও গ্রহণ করা সুন্নাত ও হালাল। এই হাদিয়া গ্রহণে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান হয়। মহামান্য শামী কেতাব দ্রষ্টব্য। দুরমুজ সাহেব হাদিয়া ও সদ্‌কা এক জিনিস লিখিয়াছেন তাহা তাহার মূর্খতা বা ভন্ডামী। দুরমুজ সাহেব সমাজকে বুঝাইয়াছেন, সব প্রাণীই পরিশ্রম করিয়া খায়। কেবল আলেম সমাজ বিনা পরিশ্রমে খায়। আমাদের জিজ্ঞাসা বিনা পরিশ্রমের অর্থ কি হাল না চাষা? তাহা হইলে রাজা, মন্ত্রী, জজ, কালেক্টার, ব্যারিস্টার, উকীল, মাস্টার, শিক্ষক সবাই বিনা পরিশ্রমে খায়।

এখানে যদি বলেন কাগজ, কলম, দোয়াত আর দুই একটা কথাবার্তা বা লেকচার থাকিলে বিনা পরিশ্রমের দোষ থাকে না। তবে কোন আলেমে বিনা পরিশ্রমে খায় আছে কি? জানিবেন অশিক্ষিত লোকের পরিশ্রম হাল চাষ ইত্যাদি করা, শিক্ষকের পরিশ্রম হইল শিক্ষা দান করা। শিক্ষকেরা চেয়ারে বসিয়া শিক্ষা দান করে, আর ছাত্রের পরিশ্রমের টাকা বেতন বাবদ খায়। তাহাতে কেহই বলে না যে, বিনা পরিশ্রমে খায়। পীর লোকেরা দিবারাত্র মুরীদ দিগকে দ্বীনি ইলেম শিখাইতেছেন। ইহাতে যে কঠোর পরিশ্রম করা হইতেছে তাহা দুরমুজ সাহেবেও ভালরূপে বুঝেন; যদিও ভন্ডামী করিয়া স্বীকার করিতেছেন না। দুরমুজ সাহেব লিখিয়াছেন রাসূল সারা জীবনের হেদায়াতে এক পয়সাও নেন নাই। ইহা বিশ্ব নবী (সঃ) এর নামে মিথ্যা প্রবঞ্চনা। কারণ নবী (সঃ) সাহাবায় কেরামগণ থেকে হাদিয়া বাবদ লাখ লাখ টাকা নিয়াছেন। হাদী আলেমেরাও মুসলমানদের থেকে হাদিয়া বাবদ নিতেছেন।

হুজুর (সঃ) হইতে আজ পর্যন্ত যত নায়েবে রাসূল গুজারীয়া গিয়াছেন সকলেই হাদিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত বিখ্যাত হাদিয়ে জামান জৌন পুরী মাওলানা কেরামত আলী সাহেব, মাওলানা হাফেজ আহম্মদ সাহেব, মাওলানা আবদুর রব সাহেব, মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের পীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সাহেব, মাওলানা আশ্রাফ আলী থানবী সাহেব, মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী সাহেব সকলেই হাদিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দুরমুজ সাহেব লিখিয়াছেন হাদিয়া চাহিয়া লন। আমরা বলি হাদিয়া চাহিয়া লওয়ার জিনিস না, চাহিলেই পায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি লোকের উপর পূর্ণ ভক্তি, বিশ্বাস না আসে এবং সে লোকটি খোদার [illegible] সম্মুখে কেহ হাদিয়া

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

পেশ করে না। এই জন্য উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার ইত্যাদির সম্মুখে হাদিয়া পেশ করে না। তবে বলিতে পারেন, খায় না-আমরা বলি দেয়কে? যে সমস্ত নায়েবে রাসূল আল্লাহ তায়ালার নিকট মকবুল হইয়াছেন তাহাদের সম্মুখে সমাজের লোকেরা হাদিয়া পেশ করে থাকে। যেমন জৌনপুরী মাওলানা কেরামত আলী সাহেব, হাফেজ আহমদ সাহেব, আঃ রব সাহেবের কাছে লাখ লাখ টাকা; লাখ লাখ গরু, বকরী, লাখ লাখ মণ চাউল ইত্যাদি হাদিয়া বাবদ পেশ করিয়াছেন। এই হাদিয়া মাছনুন তরিকা ও হালাল। ইহা কেয়ামত পর্যন্ত প্রচলন থাকিবে। ইহা রাজ আইন বা হিংসুক শয়তানের ঢোলের পিটনিতে বন্ধ হবে না। যেহেতু যে মুসলমানেরা হাদিয়া দান করিতে শিক্ষা করিয়াছে তাহারা লাহাওলা জানে। তবে দুরমুজ সাহেব যে লিখিয়াছেন, এবার নাকি দুরমুজ তুফানে হাদিয়া কিঞ্চিত নষ্ট হইতেছে, তাহা কলমের বাহাদুরী। আমরা পাই **কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলিয়াছেন-** (মুলকথা) ফাছেক মোনাফেকেরা সদাসর্বদা মুখের ফুৎকারে ইসলামী নূর নির্বাপিত করিতে চেষ্টা চালাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবে না। জানিবেন যাহারা শয়তানের পিটনিতে সর্বদা পরিচালিত আছে তাহারা নায়েবে রাসূলকে তোহ্ফা হাদিয়া দান করে না ও করিবে না। তোহ্ফা দান করে শুধু খাঁটি মুসলমান, মুরীদ, মোতাকেদ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা। তিনিরা শয়তানের চেঁচানিতে কর্ণপাত করেন না ও করিবেন না। যেমন আবুবকর সিদ্দীক আবু জাহেলের চেঁচানিতে কর্ণপাত করেন নাই। সদা মনে পড়ে ছেলেবা কোরবানী হয় কার কাঁদেবা কে? দানবা করে কে, কাঁদেবা কে। আহা কি শয়তানী মায়া।

## ১৩। দাজ্জাল কাহারা

হযরত (সঃ) বলিয়াছেন (মূলকথা) শেষ জামানায় মিথ্যাবাদি দাজ্জাল বাহির হইবে। তাহারা এমন মাছয়ালা প্রকাশ করিবে যাহার কোন দলীল নাই। দুরমুজ সাহেব যে ভন্ড পীরের আলামত স্থির করিয়াছেন পাল্কি, পাখা, দালান, ফার্ষ্ট ক্লাস, আমীরিখানা, আমীরি চাল, হাদিয়া খুরী, ইহা কোনো দলীলে নাই। কাজেই দুরমুজ সাহেব হাদীসে উল্লেখিত মিথ্যাবাদি দাজ্জাল।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

## ১৪। পাল্কি ও হাদিয়া খাঁটি পীরের লক্ষণ

দুরমুজ সাহেব আপনি যে পাল্কি ও হাদিয়া ভন্ড পীরের আলামত বলিয়াছেন তাহা আপনার মূর্খতা বা ভন্ডামী। যেহেতু ভারত বিখ্যাত পীরে কামেল হাদিয়ে জামান মাওলানা কেরামত আলী সাহেব এবং তাহার পীর মোজাদ্দেদে জামান সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সাহেব, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের বড় বড় টাইটেল ধারী মাওলানাদের পীর ছিলেন, যিনির হেদায়েতে ভারতের গোমরাহী দূরীভূত হইয়াছে।

যিনি পাঞ্জাবের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন এবং বঙ্গ বিখ্যাত আলেম জনাব মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব, যিনি বাংলার সমস্ত ভন্ড পীরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিয়াছেন। এইরূপে লক্ষ লক্ষ পীরে কামেল গুজারিয়া গিয়াছেন। তাহারা সকলেই পাল্কি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন ও হাদিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভন্ড পীরেরা পাল্কি ব্যবহার তো দুরের কথা তাহারা বাহাছ সভা হইতে জান লইয়া পালাইয়া যাইতে দিশা পায় না।

## ১৫। ঈমান কি এতই ঠুনকো?

দুরমুজের ২১ ছাপায় লিখা আছে ঈমান কি এতই ঠুনকো? এইটা একটা মজার কথা। তবে শ্রেণীভেদ আছে। ঈমানদারদের ঈমান একটু ঠুনকো। বে-ঈমানের ঈমান মোটেই ঠুনকো না, আর যাহাদের কু-পরামর্শে বাদী-বিবাদীর হালের গরু, চালের ছোন, ভিটী বাড়ী নিলামে উঠে তাহাদের ঈমান বাঁশের মত শক্ত। আর যাহারা জানিয়া শুনিয়া নির্দোষ আসামীকে ছওয়াল জওয়াবের ত্যাজে ফাঁসের গাছে ঝুলাইতে পারে, তাহাদের ঈমান একেবারে মজবুত যেমন তালের সাল।

## ১৬। ওকালতী গুড়ের আট আনা চারা বাদ

দুরমুজ সাহেব আদালতে আপনার ওকালতী গুড়ের আট আনা চারা বাদ দিয়া থাকে। তাহা আপনার ভাল জানা আছে। আপনাদের দুই এর একে বলেন ফাঁস দ্বিতীয়ে বলেন খালাস। রায়েতে ফাঁস হউক আর খালাস হউক ওকালতী গুড়ের আট আনা চারা বাদ গেলই। এক্ষণে আপনি দুরমুজ ও ব্ল্যাকে যে ওকালতী গুড় সমাজের সম্মুখে পেশ করেছেন, তাহা আপনি জানেন কি? আমরা জানি সমাজে এক প্রকার মোনাফেক ইত্যাদি।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

বোধ হয় ইহারা চারা বাদ নাও দিতে পারে। কিন্তু সমাজে যাহারা ধর্মজ্ঞানে পটু এবং সৎ ঈমানদার ও খাঁটি মুসলমান তাহারা ষোল আনা চাঁরা বাদ দিয়াছে। আর আমরা তালাবারা শুধু চারা বাদ দিয়া ক্ষান্ত পাই নাই। বরং সমাজের সম্মুখে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিলাম। আশা করি যে সমস্ত লোক আপনার ধোকা-জালে আবদ্ধ আছে তাহারা আমাদের দুরমুজ চূর্ণ কিতাব পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবে। দুরমুজ সাহেব আদালতে আপনার ওকালতী গুড়ের আট আনা চারা বাদ যাওয়া সত্বেও যখন আপনি প্রত্যহ পুনঃ আদালতে হাজির হইতে লজ্জাবোধ করেন না। এমতাবস্থায় আমরা সমাজে ষোল আনা চারাবাদ দিলে কি হবে? আপনি সমাজে পূর্ণিমার চাঁদ সাজতে লজ্জাবোধ করিবেন না। বর্তমান যুগ চলছে গণভোটে। আপনার বই দুইখানা গণভেটে দিতে রাজী আছেন কি? বরিশাল জিলায় একদিন গণভোট নিয়া দেখলে বুঝতে পারতেন ষোল আনা চারা বাদ কি না? তলে তলে দুই একজনে ছাপোট করলে কি হবে? ময়দানে ছাপোট নাই। বিজ্ঞাপন দ্বারা জানাইবেন যে গনভোটে রাজি আছেন কিনা? দুরমুজে লিখিয়াছেন, দেশের লোক শিক্ষিত হচ্ছে। এখন আর ভন্ডামী খাটবেনা। বুঝায় যেন দুরমুজে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পনের আনি মানুষেই গ্রহণ করিয়াছে। আচ্ছা পনের আনি মানুষে যে বইটা ছাপোট করিয়াছে সেই বইটা গণভোটে দিতে ভয় কি? কথিত আছে, "না নয় মন তেল হোগা না রাধা নাচেগী"।

## ১৭। সমাজ কাদের কুপরামর্শে ধ্বংসের পথে?

কাহারও অজানা নাই যে মুসলমান সমাজে শতকরা ৯০ জনই মূর্খ। এই মূর্খ লোকদের শতকরা ৮০ জনই মকদ্দমাবাজিতে পটু। এই মকদ্দমাবাজদের শতকরা ৯৫ জনই সৎ পরামর্শ দাতা উকিল মোক্তারদের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। ইহারা ধাপ্পাবাজ উকিল ছাড়া পছন্দ করেন না। যদি কোন উকিল সাহেব সত্য কথা বলে যে, তোমার কেসে জোর নাই, তাহা হইলে বলে এই উকিল বেটার মাথা নাই, খালি পাশ। ইহাদের মন্ত্রী হইল ধাপ্পাবাজ কুপরামর্শ দাতা উকিলজী। এই উকিলজীর খুলিয়া ভরা ঘিলু বা মগজ। তাই যে মকদ্দমায় বাদীর খেলাফের ভয় আছে, সে মকদ্দমাতে ও আসামীর দিপাক্ষের [illegible] য়াক্কেলেরা মনে

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

হলেও শত্রু দিপান্তর চাই। যখন রায় শুনিয়া বলে, উকিলজী এদেখি দিপান্তরের পরিবর্তে ছাফ খালাস। উকিল সাহেব মাথা ঘুড়াইয়া বলে আরে বেটা তোর কপালে ভোগ, টাকার আর কিছু শ্রাদ্ধ বাকী আছে। আজকার হাকিম বেটার মাথা ছিল গরম বা হাকিম বেটা ছিল ছেলে মানুষ বুঝে সুঝে না। যা বেটা আপিল করতে হবে। বেটায় বলে, ১৫ কানি জমিন বেচিয়াছি, মাত্র এক কানি আছে। উকিল সাহেব বলে বেটা ১৫ কানির মায়া ছাড়ছ ১ কানির মায়াও ছাড়ো, দুশমনকে দিপান্তর কর, পরে না হয় মাঝিগিরী করিয়া শান্তিতে বসবাস করিবি। এই রকম ধাপ্পাবাজ উকীলদের কুপরামর্শে বাংলার কয়লক্ষ লোক যাহা সর্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী সাজছে তাহার ইয়াত্তা নাই। আমাদের মনে হয় বি.ডি. সাহেব এ বিষয়ে ভুক্তভূগী মানুষ। কয়েকখানা দুরমুজ কিতাবই এ বিষয়ে লিখিতে পারিতেন কিন্তু তিনি লিখিবেন না, লিখে কি করে? এ দুরমুজে যে নিজের মাথার অস্তিত্ব চুরমার হবে। মেম সাহেবের সাবানের পয়সাই বা দিবে কে? এ দেশের আধুনিক শিক্ষিত যুবক, যুবতীরা যাহাদের শতকরা ৯০ জনেরই দানে গান, বাজনা, থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদি পাপের শ্রাদ্ধ চলছে। ইহাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। এই টাকাগুলি গরীবের ভাতে কাপড়ে দান হলে মনে হয় বাংলাদেশে গরীবের অস্তিত থাকিত না। বি.ডি. সাহেবের মগজ ভরা মাথা দিয়া উক্ত ব্যাপারে কয়েকখানা দুরমুজ লিখতে পারতেন কিনা? মনে হয় পারতেন। তবে না লিখার কারণ হয়ত বুকের মন্ত্রীর এজাযত পান না।

## ১৮। মিথ্যা কথার গুরু কাহারা?

দুরমুজ সাহেব যেরূপ দুরমুজ বই এর প্রায় পৃষ্ঠাতেই মিথ্যাবাদির উপর খোদার গজব উল্লেখ করিয়াছেন ইহাতে বুঝা যায় দুরমুজ সাহেবের সবকিছু সহ্য হইলেও মিথ্যার দুর্গন্ধ সহ্য করতে পারেন না, আর পারবেনইবা কেমন করে? তিনি সত্যমন্দিরে বাস করেন, দিবারাত্র সত্যের নারাচারা করেন, সত্যমন্দিরের সবই সত্য, বাদী সত্য, বিবাদি সত্য, ছওয়াল সত্য, জওয়াব সত্য। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, আপনার জীবনের ওকালতীতে একটা মকদ্দমাতেও ষোল আনা সত্য পাইয়াছেন কি? আপনার প্রত্যেক [illegible] না দেয়, একেবারে সত্য

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

মকদ্দমা হলেও চৌদ্দ আনা মিথ্যা মিশাইতে হয়। এই মিথ্যা জজকোর্টে মিশ খায় কি না এজন্য উকিল কোর্টে সারা রাত্র শিক্ষা করতে হয়। ভোর বেলা ৮/৯টায় এলাও পরীক্ষা হয়। ইহাতে বাদী, বিবাদী, সাক্ষী কাহারও ভুল ত্রুটি হইলে বকাবাদ্দের স্তুপ পরে। এক সাধু বলিয়াছিল উকিল সাহেব! এত মিথ্যা স্বাক্ষী শিখাইলে পাপ হয় না? ইহা শ্রবণে উকিল সাহেব মাথা গরম করে বলে বেটা ফরাজীরে বাহির করিয়া দে। মিথ্যা সাক্ষী না দিতে পারলে সে আমার কোর্টে আসে কেন? আমার এখানে সত্যের জায়গা নাই। একজন বাদী সাক্ষী দেয় তাহার বাবাকে রাত্রে কে খুন করেছে দেখি নাই। উকিল সাহেব শিখায়ে দেয় দেখি নাই স্থলে স্বচক্ষে দেখছি বলতে হবে। বাদী বলে কেহ সাক্ষী ছিল না, উকিলজী শিখায়ে দেয় কেহ ছিল না স্থলে কম পক্ষে তিনজন ছিল বলতে হবে। সাক্ষী বলে বিনা ওজরে হাজির হই নাই। উকিল সাহেব বলে বিনা ওজরের স্থলে মহা ওজর কলেরা বলতে হবে। সাক্ষী বলে নিলাম এস্তেহার পাইয়াছিলাম। উকিল সাহেব বলে পাইয়াছিলাম না বলতে হবে। উকিল সাহেব বাসায় মোয়াক্কেলকে বকাবাদ্দ করে বলে বেটা তোর একটি টাকাও কম নিব না। কারণ তোর কেসটা একেবারে মিথ্যা। আসামী একদম নির্দোষী। কোর্টে গিয়া ঝুঝায় স্যার এ আসামী নিশ্চয় দোষী। তাহার গলায় ফাঁসের রসি লাগানই চাই। **হাদীসে আছে–**(মুলকথা) মিথ্যা কথা পাপ, মিথ্যা স্বাক্ষী দেওয়া মহাপাপ, আর মিথ্যা সাক্ষী শিখাইয়া দেওয়া মহাপাপের বাবা। যা হউক, এখন পাঠকেরা বিচার করুক, মিথ্যা কথার গুরু কাহারা?

## ১৯। চোর ডাকাত বাড়ছে কেন?

আমাদের বি.ডি. সাহেব লিখিয়াছেন এই বাড়তি একমাত্র হেদায়েতের কারণে। দেশে যতই হেদায়েত চলছে, লোক যতই ফরাজী হইতেছে, ততই চোর ডাকাতের সংখ্যা বেড়ে চলছে। পুলিশের চোখে ঘুম নাই। এই দাবীটা একদম ফেরাউনী দাবী। যেহেতু ফেরাউনের জামানায় লোকেরা বলত তাহাদের দেশে যত কিছু বালা, সব মুছা (আঃ) ও তাহার সঙ্গীদের কারণে হইত। আল্লাহ জওয়াব দিয়াছেন না, না মুছার কারণে বালা হয় না বরং বালা মুছিবত হইতেছে তোমাদের বদমাশীর কারণে। ...ছে না, এই বাড়তি

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

মুলতঃ ধাপ্পাবাজ উকিলদের ওকালতিতে। চোর ডাকাতেরা যখন দেখে থানায় চালানী চোর ডাকাতগুলি পর্যন্ত ধাপ্পাবাজ উকিলদের ওকালতিতে একদম খালাস পায়, তখন আর ভয় কি? ৩০ দিনে ৩০ হাজার টাকা ডাকাতি করে যদি একদিন ধরা পরে, তবে উকিল বাবুরে বাবা ডাকিয়া একশত টাকা নজরানা দিলেই তো সব শেষ। একদিন একজন দারোগা সাহেব একজন চোর চালান দিয়া বলে, চোর তো চালান দিলাম খুব মজবুত করে বেন্দে কিন্তু বর্তমান উকিলদের যে ধাপ্পাবাজীর জেরা এ বান্দা থাকবে কি? যাবে আনে ছুটে! ধাপ্পাবাজ উকিলগুলি না মরলে আমাদের শুধু চালানই সার। বি.ডি. সাহেবের চোর ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াটা যদি সত্যই না পছন্দ হয়, তবে জানাশুনা বাড়ীর কাছের নামকরা ডাকাতগুলির পক্ষে ওকালতী না করলেইতো হয়। চোর ডাকাতের বাজান সাজবার জন্য আর নজরানা পাওয়ার জন্য জিহ্বাটা দেখি লে, লে করে। পটুয়াখালী মহাকুমার চোর ডাকাতের বাজান দেখি এক চেটিয়া বি.ডি. সাহেব। এই পালক পুত্রগুলি সাধু মন্দির হইতে খেদাইয়া দিলেইতো চোর ডাকাতের সংখ্যা কমিয়া যায়। শুনা যায় এই চোরেরা উকিল বাবাগো যা দেয় তার চেয়ে উকিল মায়েগো দেয় অনেক বেশি, বোধ হয় মায়েগো দোয়ার বদৌলতেই চোরের সংখ্যা এত বেড়ে চলছে। আক্ষেপ চোর ডাকাত বাড়াইতেছে কারা, নামবা দেয় কাহাদের।

## ২০। দেওয়াল ভেঙ্গে তাতের যোগার

বরিশাল জিলায় আগে পর্দা ছিলই না, তার পরে বর্তমানে কিছু পর্দা হইয়াছে। তবে ইহাদের ৯০টি খোলের, ৪/৫ খানা টিনের দুই একখানা মাত্র ইটের। এক্ষণে গরীবের দেশে দুই একখানা ইটের পর্দা কেন হইল? ওর থেকে দুই একশত টাকা বাচাইয়া কেন তাঁত কিনা হল না। এখানে যত লোক ভাতে কাপড়ে কষ্ট পায়, সবই পর্দার দোষ। কাজেই পর্দা ওয়ালারা বি.ডি. এর কাছে কত মস্ত বড় অপরাধী বোধ হয় তাহা খাতায় ধরে না। আমাদের জিজ্ঞাস্য বি.ডি. এর মতে বাংলার জমিদার, তালুকদার, নবাব বাড়ীর দালান রংমহল। যাহাদের একটি দালান টিনে পরিবর্তন করিলে আর তাহার দ্বারা তাত খরিদ করিয়া বি.ডি. সাহেবের বাড়ীতে জমা করিলে মনে হয় বিরাট আকারে আকাশ মুখী হইয়া দাঁড়াইয়া যাইত। তাহাদের সম্বন্ধে পাপের পরিমাণ কি? এই সব দেওয়ালের খোজ খবর বি.ডি. সাহেবের আছে কিনা? আছে কিন্তু সাহসে ধরে নাই। কারণ তাহারাতো পীর সাহেব না, যে না চাহিতে ক্ষমা করে দিবেন।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

## ২১। পাল্কি

কুরআন-মাজীদে আছে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। তাহার যাতায়াতের জন্য জলে স্থলে ছাওয়ারীর বন্দবস্তি আল্লাহর বিধান। তাই মানুষ জলে স্থলে যাতায়াত করতে ছাওয়ারীতে আরোহণ করিয়া থাকে। যে জায়গায় রেল গাড়ি, মোটর গাড়ি, রিক্সার সুযোগ নাই সেই জায়গায় ছাওয়ারী পাল্কি নির্ধারিত হইয়াছে। এই পাল্কি আজ নতুন নহে, হাজার হাজার বৎসর পর্যন্ত ভারতের প্রায় সব জায়গায় প্রচলন আছে। ভারতবর্ষের পাল্কি গণনা করলে কয়েক লক্ষ হবে, আর আরোহীদের সংখ্যা গণনা করলে কয়েক কোটি হবে। জমিদার তালুকদারেরা অনবরত পাল্কি ব্যবহার করিয়া থাকে। আর সর্ব সাধারণে সাদি বিবাহে ব্যবহার করিয়া থাকে। আজ শুধু জমিদার বাড়ীর পাল্কি গণনা করিলেও লক্ষাধিক হইবে।

ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জিলায় প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে দুই চারখানা পাল্কির বন্দবস্ত আছে। ভারতের এই সমস্ত পাল্কি মানুষ দ্বারা বহন করা হইতেছে। এক্ষনে বি.ডি. সাহেব লিখেন দেশের মানুষ জাগ্রত হইয়াছে। এখন আর মানুষ দ্বারা গাধার মত পাল্কি বাওয়া যাবে না।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, আজ হাজার হাজার বৎসর যাবত পাল্কি মানুষ দ্বারা বহন করা হইল, এ যাবত কি সমস্ত মানুষই অজাগ্রত ছিল? মিষ্টার জিন্নাহ, মহম্মদ আলী, শওকত আলী ইত্যাদি হাজার হাজার ব্যারিষ্টার, উকিল গত হইয়া গেলেন। তাহারা সবই কি অজাগ্রত ছিলেন? আমাদের হক সাহেবের দেশেইতো পাল্কির চল বেশী। বড় শিক্ষিত মীর বাড়ীর পাল্কিও তো মানুষ গাধারা বহন করে। চৌধুরী সাহেবের পাল্কিওত মানুষ গাধার কাঁধে দেখা যায়। যাহা হউক, এযাবত যে শিক্ষা ছিল, তাহাতে পাল্কির চল বন্ধ হয় নাই বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে বি.ডি. সাহেব কি শিক্ষা প্রচলন করে পাল্কির চল বন্ধ করবেন তাহা দেখবার বিষয়। আজ বি.ডি. সাহেব পাল্কিতে কল লাগাইয়া মানুষ গাধার প্রচলনটা বন্ধ করতে পারলে সাবাস বাপের পুত হবেন। নচেৎ সমাজের কাছে তাহার লেখা একটা মানুষ গাঁধার মত হয়ে যাবে। সত্য বলতে কি, মানুষ মনুষত্ব হারা হইয়া মগ সাজলে জগতকে মগ সাজাইতে চাহে। শুনা যায় দক্ষিণা মগেরা পাল্কি ব্যবহার করে না। ওরা বলে নিজের পাও থাকতে পরের পায় চলবে কেন? আমাদের মনে হয় বি.ডি. সাহেবের গায় মগাই বাতাস লাগতে পারে। আর শুনা যায় পলায়নকারী মেয়েলোকেরা ও তাহাদের উদর জাত সন্তানেরা পাল্কি দেখলে হাফ ছাড়ে ও নাক ঝাকরায়। মনে হয় এ মেয়ে লোকদের বাতাসও লাগতে পারে।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

## ২২। আস্তা তালের পাখা

খোদাতায়ালা কুরআন মাজীদে পিতামাতা, পীর ওস্তাদের খেদমতের কথা বলিয়াছেন। হাদীসে পিতা, মাতা. পীর ও ওস্তাদের খেদমতে বেহেশ্‌তের সুসংবাদ দিয়াছেন। তাই মুসলমান সমাজ আজ সাড়ে তেরশত বৎসর পর্যন্ত পীর-ওস্তাদের খেদমতে রত আছেন। কথিত আছে বাদশা আলমগীর একদিন দেখেন তাহার ছেলে ওস্তাদের পায়ে পানি ঢালিয়া দিতেছেন আর ওস্তাদজী পাও ধুইতেছেন। ইহাতে ওস্তাদকে ডাকিয়া বলেন, আপনি কেন তাকে বলেন না যে, তুমি একহাতে পানি ঢালিয়া অন্য হাত দিয়া পাও ধৌত করে দাও। যাহা হউক প্রত্যেক জামানায় পীর-ওস্তাদের খেদমত করিয়া আসিয়াছে। বর্তমান জামানায়ও হাদিয়ে কামেলদের মুরীদেরা খেদমতের মানসে বাতাস করিয়া থাকে। বি.ডি. সাহেব লিখিয়াছেন- জাগ্রত দেশে এ বাতাস খাওয়া আর যাবে না। এক্ষনে আমরা জানতে চাই কোন কায়দায় বন্ধ রাখবেন জিহ্বার কায়দাতে চলবে না। কারণ পাখা যাহারা করেন তাহারা প্রায়ই আলিয়া মাদ্রাসার টাইটেলধারী মাওলানা, ইনিদের সম্মুখেত আপনার জিহ্বার গোড়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। আর আছে দুইখানা হাতের কায়দা মাত্র। দুইখানা হাতের কায়দায় এত হাজার মাওলানাদের পাও জর খাওয়ানতো আকাশ কুসুম তোলার মত হইয়া যাইবে। আর কোনো কায়দা আছে নাকি? জানিতে বাসনা। সত্য কথা বলতে কি, শুনা যায় জারজ মানুষে পিতা, মাতা, পীর-ওস্তাদের খেদমত দেখলে নাক ঝাকড়ায় ও হাফ ছাড়ে।

## ২৩। পীর উড়ে আসা আর চলবে না

একজন পীর সাহেব স্টিমার যোগে হজ্ব করিতে গিয়াছেন, আসিবার সময় বিমানে আসিয়াছেন। কয়েক হাজার মুরীদ এক যোগে স্টিমারে গিয়াছেন। আসার সময়ও স্টিমারে আসিয়াছেন। যার খরচে সে গিয়াছেন। পীর সাহেব মুরীদের খরচে যান নাই। মুরীদানরাও পীর সাহেবের খরচে যান নাই। এমতাবস্থায় মুরীদ দিগকে জিদ্দায় বিক্রি করিয়া পীর আসা হাশরে কেমন করবে? এসব শয়তানী হাম দরদীর কথা আসে কিসে? ভাল মানুষের মাথা খারাপ সাজলে ভাল রকম সাজে কি? যে স্থলে দাগাবাজীর ঢোলের আওয়াজ মোটেই খাটবে না, সে স্থলে কি ঢোল পিটাইয়া চুরমার করিতে হয়? আপনার পয়েন্টের কি কোন হরফের মূল্য আছে? যাক উড়িয়া আসা আর চলবে না। কোন কায়দায় বলছেন, প্রতি বৎসর বিমানগুলি রিজার্ভ করিবেন কি? কথায় বলে জিহ্বার টেক্স দিতে হয় না।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

# ২৪। দাড়ী

বি.ডি. সাহেব দুরমুজের ৩২ ছাপায় লিখিয়াছেন সুন্নাত হিসাবে দাড়ি রাখা খুবই ভাল কিন্তু না রাখিলেই মুসলমানী গেল তাহা নহে। জনাব, আপনার ওকালতি কায়দায় দাড়ী রাখাটা মোস্তাহাব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেহেতু মোস্তাহাব আদায় করলে ছওয়াব না করলে কোন গুনাহ নাই। আপনার সিদ্ধান্ত নিরক্ষর মোয়াক্কেলেরা মানিতে পারে কিন্তু ধর্মজ্ঞান বিশিষ্ট কোন মুসলমানে মানিতে পারে না। **যেহেতু ফতুয়ার কিতাবে দাড়ী রাখা ফরজ ও দাড়ী কামান হারাম, কবিরাগুনাহ লিখিয়াছে।** ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে দাড়ী কার আছে কি নাই, সেই হিসাব করা নিস্প্রয়োজন। জনাব মানুষের মনুষত্ব বিকাশ হউক আর না হউক **দাড়ী রাখা ফরজ ও দাড়ী কামান হারাম, কবিরা** গুনাহ। তবে মনুষ্যত্ব বিকাশ না হইয়া বিনাশ হইলে মানুষ মনুষত্ব হারাইয়া পশুতে পরিনত হইলে সে সময় দাড়ীর হিসাব নাও হইতে পারে। তবুও কিতাবে আছে যতক্ষণ পর্যন্ত ছুরত মানুষের থাকিবে **ততক্ষণ পর্যন্ত দাড়ী রাখা ফরজ, কাটা হারাম**। তবে মানুষ মাথা পাগলা হলে সে সময় তাহার গালে দাড়ী আছে কি না তাহার হিসাব করার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। দুরমুজ সাহেব যেইরূপ সাদা গাল পছন্দ করেন। তাহাতে তিনির খোদাই কোটে ডবল দরখাস্ত দিয়া মেয়ে জাতি হইয়া আসা উচিৎ ছিল। তাহা হলে ২৪ ঘন্টার তরে সাদা গালখানা একসাইজ দেখতে পাইতেন। এখন দরখাস্তে ভুল করিয়া কি যন্ত্রণায় পড়িয়াছেন, এখন গালখানায় বার বার সাবান ঘসতে হয়, খুর টানতে হয়, তাহাতেও জুইত লাগে না। কারণ খুর টানার সময় কি মিহিন হয়, যেমন মেয়েলোকের গাল কিন্তু কতক্ষণ পর আবার কি বিশ্রি। আবার পুরুষের গালে এতই খোদাই ফাস। দেড় দিন যাইতে না যাইতে দেড় আঙ্গুলী গজী যেমন হেজার কাটা। দাড়ী যে ইসলামের সার্টিফিকেট তাহা মুন্ডিত দাড়ী ওয়ালারাও জানে, যদিও আধুনিক ভদ্রতার খাতিরে দাড়ী মুন্ডাইয়া থাকে। আধুনিক ভদ্রতার একমাত্র সার্টিফিকেট হইল দাড়ী মুন্ডান। যার মধ্যে ভদ্রতার নাম গন্ধও নাই সেও দাড়ী মুন্ডাইয়া ভদ্র সাজছেন। দাড়ী মুন্ডিত ভদ্র মানুষের বুঝা উচিত ভদ্রতার খাতিরের চেয়ে রাসূলের খাতির তাদের জন্য কল্যাণ ছিল। বর্তমানে কতকের ধারণা দাড়ী মুন্ডান বড় মানুষের সার্টিফিকেট। তাই দেখা যায় আজকাল কুলি, মজুর, মেথর, গোলাম, চাকর যত আছে প্রায় সবাই দাড়ী মুন্ডাইয়া বড় মানুষের সার্টিফিকেট গায়ে দিতেছে। মনে হয়

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

যেন দাড়ী মুন্ডানোর সঙ্গে সঙ্গেই নবাব সিরাজুদ্দৌলা হইয়া যাইতেছে। আর অনেকে ধারণা করে দাড়ি মুন্ডানোও জাওয়ানীর সার্টিফিকেট। তাই আজ কতক আশি নব্বই বৎসরের বৃদ্ধেরাও দাড়ী মুন্ডাইয়া নওজোয়ান সাজতেছে কিন্তু বৃদ্ধদের বুঝা উচিৎ শুধু গালখানা জাওয়ান বানাইলে সারে না, মাঝা কোমরটা ও জাওয়ান বানান লাগে।

## ২৫। সুন্নাতি লেবাছ

আমরা জানিতাম আলেমেরা যে লেবাছ পরিধান করে উহা সুন্নাতি লেবাছ। আজ দুরমুজ সাহেব আজগবী যুক্তিতে স্থির করিয়াছেন উহা সুন্নাতি লেবাছ না, উহা আরবী লেবাছ। তাহার মগজ ভরা মাথা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আরবের লোকেরা ঈমানদার হউক আর বে–ঈমানদার হউক মুসলমান হউক বা ইহুদী, খৃষ্টান হউক আরবের বাসিন্দা হইলেই এক আরব্য লেবাছ। আমরা জিজ্ঞাসা করি ভারতী লেবাছ বললে কি বুঝায়? ভারতবর্ষে যত জাতীয় লোক বাস করে সকলেরই কি এক লেবাছ? মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান, নাগা সকলেই কি এক লেবাছ পরিতেছে? মুসলমানের পোষাকই যখন এক রকম না, তবে নবী সাহেবের পোষাক আর আবু জাহেলের পোষাক এক হয় কেমন করে? সত্য মন্দিরের আজগবী কথা নিরক্ষর মোয়াক্কেলেরা শুনিতেছে বলিয়া সমাজে শুনবে কেন? সুন্নাতি লেবাছের দৈর্ঘ্য প্রস্থের হদ কোনো কিতাবে নাই, ইহা ওকালতি আইন কিতাবের কথা বলিতেছেন কি? ওকালতি কিতাবে নাও থাকতে পারে কিন্তু ধর্মীয় আইন কিতাবে আছে। কোর্তা পায়জামার দৈর্ঘ্য প্রস্থের হদ খুব করা ভাবে লিখা আছে। এমন কি হদের ত্রুটি হইলে নামাজ মাকরুহ ও ফাসেদ হইবে। আধুনিক যুগে যে পায়জামার দৈর্ঘ্য পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলিয়া ঝারুর কাজ করে উহা একদম নাজায়েজ। **হাদীসে আছে– উহার জন্য দোযখে যাইতে হইবে। আবার কতক পায়জামার দৈর্ঘ্য নেহায়েত খাট হাটুর উপরেও কয়েক আঙ্গুল খোলা দেখায় উহা ছাফ হারাম। উহাতে ফরজ তরকের পাপ হয়। যে জামার হাতা এত খাট যে কনুই ঢাকেনা উহাতে নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী, ধর্মীয় কিতাবে কোর্তা পায়জামার দৈর্ঘ্য প্রস্থের হদ লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ঘন পাতলারও পরিমাণ আছে। যে পায়জামা এত পাতলা যে শরীর দেখা যায়, উহা ছাফ হারাম জানিবেন। দুরমুজ সাহেবের যুক্তির প্যাচে জজ কোটের রায় উলট পালট হইতে পারে কিন্তু মাছয়ালা উলট-পালট হইতে পারে না। তবে কি মাছয়ালা**

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

# ২৬। আশ্চর্য কায়দায় দাগাবাজী

বি.ডি. সাহেব তাহার পটুয়াখালী জিলার লোকগুলিকে বুঝাইয়া দেন। মিয়ারা তোমরা মোটা কথাটা বুঝ না। তোমাদের টাকা দিয়া নিজ মহাকুমা রৌশন না করিয়া পিরোজপুর মহাকুমা রৌশন (উজ্জল) কর কেন? একজন শ্রোতায় বলে জনাব আপনার কথার সম্মান রক্ষা করলাম। আমরা আজ হইতে আমাদের মহাকুমার পাঙ্গাশিয়া গ্রাম রৌশন করিব। বি.ডি. সাহেব বলে মিয়ারা তোমাদের গ্রামের টাকা দিয়া পাঙ্গাশিয়া রৌশন করিবা কেন? একজন শ্রোতায় বলে আচ্ছা আমার টাকা দিয়া আমার নিজ গ্রামের মৌলভী সাহেবের বাড়ী রৌশন করিব। বি.ডি. সাহেব বলে নিজ টাকা দিয়া মৌলভীর বাড়ী রৌশন করবা কেন, নিজ বাড়ী রৌশন করিতে পার না? শ্রোতা বলে আচ্ছা আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীতে একটা একটা মাদ্রাসা তুললে শত্ খানে মাদ্রাসা এক গ্রামে চালু হবে কি? বি.ডি. সাহেবের মুখ বন্ধ। একজন শ্রোতা বলে মাদ্রাসা চালু হউক আর না হউক আমার বাড়ীতে একখানা মাদ্রাসা তুলিব। বি.ডি. সাহেব বলে মিয়া তুমি যে বুঝ না, ওতে বিরাট খরচা। জমিদারেরাও সাহস করে না, শ্রোতা বলে, আমার টাকা শেষ হইয়া গেলে দেশের ও দশের সাহায্য নিয়া চালাব তবুও মাদ্রাসা চালাব। বি.ডি. সাহেব বলে মিয়া ভিক্ষা করিয়া মাদ্রাসা করতে আমি ভালোবাসিনা। শ্রোতায় বলে জমিদারীতেও কুলায় না, আবার ভিক্ষা করাও ভালবাসেন না, তবে চালু হবে কিরুপে? বি.ডি. সাহেবের দ্বিতীয় বার মুখ বন্ধ। একজন শ্রোতায় বলে আমি মস্ত বড় ধনী, আমার নিজ টাকায় কেয়ামত পর্যন্ত মাদ্রাসা চালাইতে পারি। আমি একখানা মাদ্রাসা করতাম। বি.ডি. সাহেব বলে মিয়া আপনি নিজ টাকায় মাদ্রাসা করবেন খুব ভাল কথা কিন্তু সমাজ যে গোল্লায় যাবে। কারণ মাদ্রাসায় যত তালাবারা পড়বে সবাই খয়রাত খাবে। এত টাকা দিয়া খয়রাতী বানানোর দরকার কি? আর খয়ারাত খাওয়া যে একছের হারাম। হারাম খাইলে সমাজ গোল্লায় যায় না।

শ্রোতায় বলে জনাব মাদ্রাসায় যে তালাবারা পড়ে তাহাদের কতক মাদ্রাসার মোদাররেছ, কতক স্কুল কলেজের মৌলভী, কতক কাজী সাহেব, কতক মসজিদের ইমাম সাহেব, ইনিরা কেহই খয়রাত খান না। আর হাদী আলেমদিগকে শ্রোতা ও মুরীদেরা লাখ লাখ টাকা দিয়া থাকে, ইহাতো হাদিয়া বা শিক্ষার বিনিময়। বি.ডি. সাহেব বলে মিয়া ঐ হাদিয়াই খয়রাত। শ্রোতায় বলে খয়রাত রাসূল গ্রহণ করেন নাই। হাদিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এখন হাদিয়া ও খয়রাত এক হয় কেমন করিয়া? বি.ডি.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/) উক, এখন মাদ্রাসা

একটি সৎ পরামর্শ দিব সমাজের কল্যাণের জন্য, তুমি একখানা হাইস্কুল কর, সমাজ জাগবে। শ্রোতায় বলে মাদ্রাসাতো মানা করলেন আলেমেরা খয়রাত খাবে। এক্ষণে স্কুলে যারা পড়বে তাহারা যে শতকরা ৯৫ জন ঘুষ খাবে, মিথ্যা রিপোর্ট দিবে, চাকুরীতে আয় করবে একশত, উপরীতে পাবে পাঁচশত। বি.ডি. সাহেবের চতুর্থ বার মুখ বন্ধ। শ্রোতায় বলে আমি মাদ্রাসাও করিব না আর হাই স্কুলও করিব না। আমি কথা শুরু করছিলাম শুধু মাদ্রাসার চালু বন্ধ করার কত প্রকার দাগাবাজীর কায়দা জানেন তাহা জানবার জন্য এবং আপনার পবিত্র মুখখানা কয়বার বন্ধ হয় তাহা দেখবার জন্য। বি.ডি. সাহেব!মনে করিয়াছিলাম আপনার দাগাবাজীর বিমানের পাল্লা জানি কত শত মাইল। এখন দেখিলাম কয় হাতও না। আবার এর মধ্যে চারবার গেল কল কবজা বন্ধ হয়ে। তবে কি নাই মোছের তাও সার। জনাব এই বিমানে মাদ্রাসার দরজা অতিক্রম করা দূর আশা।

## ২৭। বরিশাল আজব দেশ

দুরমুজের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বরিশাল আজব দেশ। এখানে বিড়ালে মারে হাতি, ইঁদুরে মারে বাঘ, আন্ডার মেট্রিক গ্রাজুয়েট ইত্যাদি। বরিশাল যে আজব দেশ তাহা ঠিকই। এদেশে ফতুয়া ফরায়েজ দিতে দ্বীনি ইলেমের আলেম লাগে না। অন্য দেশে ফতুয়া দিতে হইলে দ্বীনি ইলেমের মাদ্রাসায় ষোল বৎসর অধ্যয়ন করা লাগে, তার পরে কয়েক হাজার টাকার ফতুয়ার কিতাব পড়া লাগে। এদেশে খুন, জখম, নয় ধারা, ছয় ধারার কয়েকখানা বই পড়লেই যথেষ্ট হয়। এদেশে মুফতি সাজতে কুরআন–হাদীসের বিদ্যা শিক্ষা করতে হয়না। নামের পূর্বে মৌলভী লেখাই যথেষ্ট। এদেশে মানব রাজার আইন পড়িয়াই আল্লাহ রাজার আইন আওরাইতে পারে। আপনার তাফসীরের রহস্য হইল টাইটেলধারী মাওলানারা হাতী, উলার মৌলভীরা বাঘ, আন্ডার উলারা বিড়াল, আর যাহারা মাদ্রাসায় ভর্তি না হইয়াই মুফতি সাজে তাহারা ইঁদুর, যেমন আমাদের দুরমুজ সাহেব। এদেশের ইঁদুরই হাতি, বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া থাকে। আর যে দেশের ইঁদুরে নিজের গর্তের কাজ বন্ধ রাখিয়া হাতি বাঘের সঙ্গে ঠেলা ঠেলিতেই দিন কাটায় সেই দেশটা আজব না, তবে আজব কোন দেশ?

যাহা হউক, এখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, দুরমুজ সাহেবের প্রতারণায় কোন ধর্মপ্রাণ মুসলমানই কর্ণপাত করিবেন না। দুরমুজ সাহেবকেও আল্লাহ তায়ালা সুবুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞান দান করুন, ইহা আমাদের অন্তরের গভীর কামনা। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)